গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি
পুরাতন বিমানবন্দর সড়ক
এলেনবাড়ী তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫।
www.brta.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৩১.০২১-২০১৮-৫৪৭/১(১৩৭) তারিখঃ-১৯/০৯/২০১৮খ্রিঃ

বিষয়ঃ-১০ম জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির ৪৪তম সভার ১১.৬ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।
সূত্রঃ-৩৫.০০.০০০০.০৪৭.০৯.০১০.১৬-৫৪ তারিখঃ-২০-০৮-২০১৮খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ১০ম জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির ০৮-০৭-২০১৮খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৪তম সভার ১১.৬ নং সিদ্ধান্তটি নিম্নরুপঃ

"বিআরটিএ কর্তৃক গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন/ফিটনেস প্রদানের পূর্বে দরজায়/দৃশ্যমান স্থানে গাড়ীর তথ্যাদি সন্নিবেশ করা"

সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ হতে সূত্রস্থ স্মারকে প্রেরিত উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০২। এমতাবস্থায়, বাস/মিনিবাসের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদানের পূর্বে দরজায়/দৃশ্যমান স্থানে গাড়ীর তথ্যাদি লিখে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় এ বিষয়ে তদারকি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ নূরুল ইসলাম)
পরিচালক(ইঞ্জিঃ)
ফোনঃ ৯১১৫৫৪৪

বিতরণঃ

০১। সহকারী পরিচালক(ইঞ্জিঃ) বিআরটিএ ..... সার্কেল (সকল)।
০২। মোটরযান পরিদর্শক বিআরটিএ ..... সার্কেল (সকল)।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১। যুগ্মসচিব ও কাউন্সিল অফিসার,সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ,বাজেট শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। উপপরিচালক(ইঞ্জিঃ) বিআরটিএ ঢাকা /চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/রংপুর ও বরিশাল বিভাগ।
০৩। মোঃ শাহজাহান কবীর,সহকারী প্রোগ্রামার,বিআরটিএ,সদর কার্যালয়, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
(পত্রটি বিআরটিএ ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরটিএ,এলেনবাড়ী,তেজগাঁও,ঢাকা।
০৫। অফিস কপি

'শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mowca.gov.bd

নং- ৩২.০০.০০০০.০২১.১০.০১০.১৮-৩১৩

তারিখঃ ১২ জুলাই, ২০১৮ / ২৮ আষাঢ়, ১৪২৫

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৪৪তম সভার ১১.৬ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব নাছিমা বেগম, এনডিসি সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	০৮/০৭/২০১৮খ্রি:
বার	:	রবিবার
সময়	:	বেলা : ১১:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৫ম তলা, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট- "ক"

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শুরু করেন। তিনি এ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির ৪৪তম সভার ১১:৬ সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ মোতাবেক গণপরিবহনে নারীদেরকে নিগ্রহের হাত থেকে রক্ষাকল্পে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

গণপরিবহনে নারী নিগ্রহের বিষয়টি স্থায়ী কমিটির সভায় উত্থাপনের জন্য সভাপতি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-কে ধন্যবাদ জানান। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ প্রশমনে কতিপয় কর্মপরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি বাস/ট্রাক ড্রাইভারদের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতন করার উপর জোর দেন। তিনি গণপরিবহনে তথা বাস/ট্রাকের ড্রাইভার/হেলপার নিয়োগ দেয়ার সময় সর্তকতা অবলম্বনের উপর জোর দেন। তিনি ড্রাইভার, হেলপার ছাড়াও যাত্রীদের মূল্যবোধের বিষয়ে সজাগ থাকার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর জন্য তিনি প্রচারের উপর জোর দেয়া প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসংগে তিনি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা করা যেতে পারে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

সভাপতি বলেন যে, শুধুমাত্র ড্রাইভার হেলপারদের সচেতন করলে হবে না, সুযোগ সন্ধানীরা যাতে নারীদের সাথে অশোভন আচরণ করতে না পারে সেজন্য পাইলটিং ভিত্তিতে কিছু পরিবহনে সিসি ক্যামেরা লাগানো এবং ক্যামেরায় ধারণকৃত ফুটেজসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করা যেতে পারে। তিনি মোবাইল অ্যাপস 'জয়' এর গুরুত্ব এবং অ্যাপসটির সফলতার দিক তুলে ধরেন। গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ বন্ধে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক/ ইউএনও গনও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন । এ বিষয়ে যে জেলা প্রশাসক/ইউএনও কার্যকরী উদ্যোগ/ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন।

বিআরটিএ এর প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ যেভাবে বাড়ছে তা উদ্বেগজনক। তাই এ বিষয়ে তিনি গণসচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন। তিনি এ বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সহায়তা কামনা করেন এবং পাশাপাশি পুলিশের কার্যক্রম মনিটরিং করার কথাও বলেন। তিনি গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ষ্টিকারের বাণীসমূহ রেডিও এবং টিভি-তে প্রচারের ব্যবস্থা করলে ভাল হয় বলে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, যেহেতু অশোভন আচরণগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লোকাল বাসগুলোতে হয়ে থাকে, তাই লোকাল বাসগুলোতে মনিটরিং করা প্রয়োজন। একইসাথে ড্রাইভারদের পৃথক ইউনির্ফম নিশ্চিত করার কথাও তিনি বলেন। এ প্রসংগে সভাপতি গাড়ীর লাইসেন্স/ রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সময় গাড়ীতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে মর্মে প্রস্তাব দেন। বিআরটিএ-এর প্রতিনিধি বলেন যে, তাদের নিয়মিত ট্রেনিং প্রোগ্রামে প্রতি ব্যাচে ৩০জন করে ড্রাইভার অংশ গ্রহণ করে থাকে। তাদেরকে পরিবহনে নারী নিগ্রহের ঘটনা যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সচেতনতা করা হয়। তিনি আরো বলেন যে, গণপরিবহনে নারী নিগ্রহের ঘটনা দূরপাল্লার বাসে কম ঘটে এবং লোকাল বাসে বেশী ঘটে থাকে। সেজন্য লোকাল রুটের বাসগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো নিয়মিত মনিটরিং এর আওতায় আনা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি লোকাল বাসে সিসি ক্যামেরা লাগানোর পাশাপাশি যাত্রীদের এ বিষয়ে সচেতন করে তোলার বিষয়ে মতামত দেন। তিনি গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতার জন্য বিষয়টি টেক্সবুক এ অন্তর্ভূক্ত করার কথা বলেন। একই সাথে ৫ম শ্রেণী ও ৮ম শ্রেণীর সিলেবাসের মধ্যে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরোও বলেন যে, ড্রাইভার ও হেলপারদের ডাটাবেজ থাকলে ভাল হয়। একইসাথে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। পাশাপাশি নারী নিগ্রহ দমনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী বলেন যে, শুধুমাত্র সিসি ক্যামেরা লাগালেই হবে না, এ বিষয়ে যাত্রীদের আচরণও সংযত ও বিবেকসম্মত হতে হবে এবং যাত্রীরাও ক্যামেরার অধীনে আছেন তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরোও বলেন যে, গাড়ীর দরজার কাছে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে গাড়ী চালকের নাম, হেলপারের নাম এবং তাদের মোবাইল নম্বর ডিসপ্লে করার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। তিনি আরো জানান যে, ফেসবুক-এ নারী নিগ্রহের প্রতিকার বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের টোলফ্রি '১০৯' থেকে পোষ্ট দেয়া যেতে পারে।

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "দীপ্ত" এর প্রতিনিধি জানান যে, গণপরিবহনে নারীরা যে, নিগ্রহের শিকার হয় তার বেশ কিছু তথ্য তারা সংগ্রহ করেছেন। তারা এ সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে একটি পাইলট কর্মসূচি নেয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি ৩টি সম্ভাব্য কর্ম-পরিকল্পনা পেশ করেন: (১) গণপরিবহনে যাতায়াতকালে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি (২) নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ক্লোসড সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং (৩) সুষ্ঠু আইনী ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

আইসিটি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি নিম্নরুপ মতামতসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন :

১) প্রতিটি গাড়ীতে নারী নিগ্রহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১০৯ সম্বলিত ষ্টিকার, গাড়ীর চালকের নাম, হেলপারের নাম, মোবাইল নম্বর গাড়ীতে ডিসপ্লে করা;
২) সমস্ত গাড়ীর কমন ডাটাবেজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩) কোন গাড়ীর ড্রাইভার নারী নিগ্রহ সম্পর্কিত কোন ঘটনা ঘটালে তাঁকে আর কখনো গাড়ী চালানোর দায়িত্ব না দেয়া;
৪) গাড়ী চালক ও হেলপারদের নিয়ে মটিভেশন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫) স্কুল ও কলেজগুলোতে গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;
৬) নারী নিগ্রহ সম্পর্কিত কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ড্রাইভার ও হেলপারকে ব্লাক লিষ্ট করা।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন জানান যে, পরিবহন সেক্টরে মোট ১২টি সংগঠন আছে। উক্ত সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করে গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ প্রতিরোধে তিনি নিম্নরুপ প্রস্তাব উপস্থাপন করেন :

১) বিআরটিসি-এর মাধ্যমে গাড়ী চালক ও হেলপারদের নামযুক্ত ইউনিফরম থাকা প্রয়োজন;
২) গাড়ীর প্রোফাইল প্রবেশ দরজার কাছে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে ডিসপ্লে করা;
৩) মালিক পক্ষ, লাইন ম্যান, ড্রাইভার ও হেলপারদের নিয়ে বিআরটিএ-এর সার্বিক সহযোগিতা মটিভেশন প্রোগ্রাম করা;
৪) যাত্রী ছাউনীগুলোতে ও গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত ১০৯ ষ্টিকার লাগানো যেতে পারে;
৫) নারী নিগ্রহ সম্পর্কিত সচেতনতার জন্য লিফলেট বিতরণ করা; এবং
৬) কিছু কিছু চিহ্নিত লোকাল রুটে পাইলট ভিত্তিতে মটিভেশন করা।

সভায় আগত জেলা প্রশাসক, বান্দরবান আলোচনায় অংশ গ্রহন করে নারী নিগ্রহ প্রশমনে নিম্নরুপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন:

১) গাড়ী চালক ও হেলপারদের অশোভনীয় আচরণের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা;
২) বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং ও মটিভেশন করা;
৩) ড্রাইভার, হেলপার ও যাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
৪) প্রতিটি জেলায় গণপরিবহনে সিসি ক্যামেরা বসানো।

সিদ্ধান্তসমূহ :

সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সকলের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ গৃহীত হয় :

১) গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ দূরীকরণে সকল গণপরিবহনে সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং ফুটেজসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করা;
২) বিআরটিসি/ লোকাল বাসের ড্রাইভার, হেলপারদের নামফলকযুক্ত পোষাক তৈরী ও পরিধানের ব্যবস্থা করা;
৩) বিআরটিএ কর্তৃক গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন/ফিটনেস প্রদানের পূর্বে দরজায়/ দৃশ্যমান স্থানে গাড়ীর তথ্যাদি সন্নিবেশ করা;
৪) গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ প্রতিরোধ সম্পর্কে বিআরটিএ-এর তত্ত্বাবধানে ড্রাইভার, হেলপারদের নিয়ে মটিভেশন ট্রেনিং করা;
৫) যাত্রীদের সচেতনতার জন্য লিফলেট প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৬) বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'দীপ্ত' কর্তৃক গণপরিবহনে নারী নিগ্রহ বন্ধে কর্মসূচি প্রস্তুতকরণ;
৭) প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ নারী নিগ্রহ বন্ধে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ/ কার্যক্রম গ্রহন করলে তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা;
৮) গণপরিবহনে ও যাত্রী ছাউনীতে নারী নিগ্রহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত ১০৯ এর স্টিকার লাগানো।

অত:পর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১২/০৭/২০১৮
(নাছিমা বেগম, এনডিসি)
সচিব
১২ জুলাই, ২০১৮

নং- ৩২.০০.০০০০.০২১.১০.০১০.১৮-৩১৩

তারিখঃ ২৮ আষাঢ়, ১৪২৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) ঃ

১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহা সড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৬। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পরিবহনপুল ভবন, লিংক রোড, ঢাকা।
৮। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অর্থরিটি, পুরাতন বিমান বন্দর সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।
১২। পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা।
১৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। উপ-সচিব(সেল), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। প্রকল্প পরিচালক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৭। জনাব জাকিয়া কে হাসান, নির্বাহী পরিচালক, দিপ্ত, সেলটেক প্রতীক, ৩১৮ আহমেদ নগর, মিরপুর, ঢাকা।

অনুলিপি(জ্ঞাতার্থে) ঃ

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
২। সভাপতি মহোদয়ের একান্ত সচিব,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি,জাতীয় সংসদ সচিবালয়,ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-২), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১২/৭/১৮
(মোঃ রেজাউল হক)
সহকারী সচিব (প্রঃ-৩)
☎ ৯৫৪০১০৭